প্রথম আলো

তারিখ : 29 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১০

ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ

দায় ক্ষমতাসীনদেরই নিতে হবে

খুলনা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘাতে আহত হয়েছেন ২৫ জন। ছয়জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে রোববারের *প্রথম আলো*। হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুরও হয়েছে। এক হাতে তালি বাজার কথা নয়। এ সংঘর্ষে আহত ও আক্রমণকারী দুই-ই ছাত্রলীগ।

সংঘাত-সংঘর্ষ ছাড়া আজকাল ছাত্রলীগের নাম গণমাধ্যমে তেমন আসতে দেখা যায় না। নাম কামানোর জন্যই সংঘাত হয়, নাকি সংঘাত হয় বলেই নাম উচ্চারিত হয়? ঘটনার শুরু একটি সংবর্ধনাকে কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব নমিতা হালদার আসছেন খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় দুই নেতার অনুসারী দুটি গ্রুপ। উল্লেখ্য, খুলনা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি অন্তঃকোন্দলের জন্য আগেই বিলুপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু কমিটি বিলুপ্ত হলে কী হবে, বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে যাঁর যাঁর অনুসারীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারে প্রতিযোগিতা থামেনি। তারই জেরে গত শনিবার দুই দফায় ব্যাপক আকারে সংঘর্ষ হয়। যথারীতি পুলিশ ও র‍্যাব আসে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর।

গণমাধ্যম ও সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে বছরের পর বছর ছাত্ররাজনীতিতে সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনার দাবি উচ্চারিত হয়েই যাচ্ছে। বিশেষ করে, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জড়িত ছাত্র ও যুব সংগঠনের দাপটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ থাকতে পারছে না। প্রতিপক্ষ সংগঠন থেকে শুরু করে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এমনকি শিক্ষকেরা পর্যন্ত তাঁদের হাতে প্রায়ই লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হন। প্রতিকার হিসেবে কমিটি বিলুপ্ত করা বা দু-একজনকে সাময়িক বহিষ্কারও নিষ্ফল হচ্ছে। কারণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসন আন্তরিক ও কঠোর নয়। ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহারের অসাধু ইচ্ছারই খেসারত দিচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন। এ ধরনের প্রতিটি সংঘর্ষ ও রক্তপাতের দায় তাই ক্ষমতাসীনদেরই নিতে হবে।